যুগান্তর

তারিখ 10 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নর্থসাউথ ভার্সিটির সমাবর্তন

শিক্ষার্থীরা যাতে জঙ্গিদের কবলে না পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে

—শিক্ষামন্ত্রী

যুগান্তর রিপোর্ট

শিক্ষার্থীরা যাতে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দানকারী জঙ্গিদের কবলে পড়ে জীবন ধ্বংস না করে সেদিকে সবাইকে সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। রাজধানীর বসুন্ধরায় রোববার বেসরকারি নর্থসাউথ ইউনিভার্সিটির ২০তম সমাবর্তনে সভাপতির বক্তৃতাকালে তিনি এ আহ্বান জানান। এ সময় মন্ত্রী বলেন, দেশ উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। ঠিক এ সময়ে একদল স্বাধীনতাবিরোধী এই উন্নয়ন ও অগ্রগতিকে ব্যাহত করতে ইসলামের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এ দেশের মেধাবী শিক্ষার্থীদের সন্ত্রাস ও জঙ্গি কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িয়ে তাদের ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তাদের কুমন্ত্রণায় প্ররোচিত হয়ে বেশকিছু তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থী ইতিমধ্যে বিপথগামী হয়েছে। শিক্ষামন্ত্রী দেশের বাস্তবতা এবং জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে শিক্ষার্থীদের ভর্তি ও

■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৫

শিক্ষার্থীরা যাতে জঙ্গিদের কবলে না পড়ে

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

টিউশন ফিসহ সব ধরনের ব্যয় একটি সীমা পর্যন্ত নির্ধারিত রাখতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর প্রতি আহ্বান জানান। এ সময় তিনি বলেন, কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এখনও তাদের ন্যূনতম শর্ত পূরণ করতে পারেনি। নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে ব্যর্থরা আইন অনুসারে সঠিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে না পারলে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি বন্ধসহ তাদের বিরুদ্ধে অন্য আইনি ব্যবস্থা নেয়া হবে। যারা একান্তই নিজেরা কোনো অসৎ উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয় চালাতে চান, আইন বিধিবিধান মানতে চান না, তাদের সাহায্য সহযোগিতা দিয়েও টিকিয়ে রাখতে পারব না। তাদের আইনি পথে বাতিল করতে বাধ্য হব। রাষ্ট্রপতির অনুমোদনক্রমে তারপক্ষে শিক্ষামন্ত্রী এ সমাবর্তনে সভাপতিত্ব করেন। এতে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন বাংলাদেশে ডেনমার্কের রাষ্ট্রদূত মিকাইল হেমনিথি উইনথার। সমাবর্তনে অন্যদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবদুল মান্নান, বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক আতিকুল ইসলাম এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান আজিম উদ্দিন আহমেদ বক্তৃতা করেন। সমাবর্তন উপলক্ষে ক্যাম্পাস বর্ণিল সাজে সাজানো হয়। উচ্চশিক্ষার সনদ অর্জনের এ মুহূর্ত স্মরণীয় করে রাখতে শিক্ষার্থীরাও রং-বেরঙের পোশাক পরে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। তাদের মধ্যে ছিল দারুণ উৎসাহ-উদ্দীপনা। এতে ২৬৪২ জন শিক্ষার্থীকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি প্রদান করা হয়। শিক্ষামন্ত্রী কৃতী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পদক ও সার্টিফিকেট বিতরণ করেন।